পরিবেশ ও প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে যাবতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিভিন্ন স্কুলবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, কে, জি ও নার্শারী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য লিখিত। ১৯৮৮

পরিবেশ ও প্রকৃতি

[দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য]

মণিষা দাশগুপ্ত

চিলড্রেন পাবলিশার্স
১৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
এস. সরকার
১৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

মূল্য ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
জয়তারা প্রেস
কলিকাতা-৬

পাঠ্যাংশ ॥

তোমরা শিশু। তোমাদের নিজস্ব একটা পরিচয় আছে। তোমাদের জানতে হবে তোমার গ্রামের নাম, তোমার বাবার নাম ও সেই সঙ্গে নিজের নামও। জানা দরকার পোস্ট অফিস আর জেলার নাম ; শহর হলে রাস্তার ও বাড়ির নম্বর। সেই সঙ্গে যে দেশে বাস কর তার নাম। এই ভাবেই আমাদের পরিচিতি ঘটে।

তোমার নাম কি ?

আমার নাম——————————————

তোমার বাবার নাম কি ?

আমার বাবার নাম——————————————

তোমার গ্রামের নাম কি ?

আমার গ্রামের নাম——————————————

তোমার পোস্ট অফিসের নাম কি ?

আমার পোস্ট অফিসের নাম——————————————

তোমার থানার নাম কি ?

আমার থানার নাম———————————————

তোমার জেলার নাম কি ?

আমার জেলার নাম———————————————

তুমি কোন রাজ্যে বাস কর ?

আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বাস করি ।

পশ্চিমবঙ্গে রাজধানীর নাম কি ?

কলিকাতা ।

তুমি কোন দেশে বাস কর ?

আমি ভারতে বাস করি ।

ভারতের রাজধানীর নাম কি ?

নয়া দিল্লী ।

[যে যার উত্তর নিজেরাই ঠিক করে নেবে]
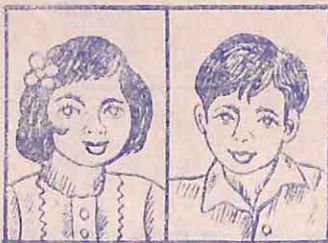
পাঠ্যাংশ ॥

বাড়িতে কেউ একা বাস করেনা। মা, বাবা, দাদা, দিদি, ভাই বোনেরাও থাকেন। তাছাড়া কারও কারও কাকা, কাকী, জেঠা, জেঠি, ঠাকুর মা, দাদু, পিসিমারাও থাকেন। বাড়ির প্রত্যেকেই যে যার কাজ করে থাকেন। তোমার বাবা চাকুরি বা ব্যবসা করেন। মা পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব নেন। তাছাড়া আর যাঁরা আছেন তাঁরাও সাধ্যমত সংসারের ও বাইরের কাজ করেন।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

তোমাদের বাড়িতে কারা বাস করেন?

আমাদের বাড়িতে মা, বাবা, ঠাকুর মা, ঠাকুর দা, জেঠা, জেঠী, কাকা, কাকী, দাদা, দিদি, ও ভাই বোন বাস করেন।

তোমার মা সংসারের কি কি কাজ করেন?

আমার মা সংসারের সমস্ত কাজ রান্না বান্না, ধোয়ামোছা, কে কি খাবে, কার কি দরকার, অসুখ হলে রোগীর সেবা করা ইত্যাদি কাজ করেন।

মা তোমার জন্য কি করেন ?

মা আমাকে ঘুম থেকে তুলে মুখ ধুইয়ে দেন ; খাবার খেতে দেন ; স্নান করিয়ে দেন। তাছাড়া অসুখ হলে আমাকে দেখেন। তাই আমি আমার মাকে ভালবাসি।

তোমার ঠাকুরমা কি কাজ করেন ?

আমার ঠাকুরমা সংসারের নানা কাজে বাবা ও কাকাকে নানা উপদেশ দেন ও সাধ্যমত কাজকর্ম দেখা শোনা করেন।

তোমার বাবা কি করেন ?

আমার বাবা — করেন। (যার বাবা যে কাজ করেন লিখবে)।

বাড়িতে তোমার কাজ কি ?

বাড়িতে আমার কাজ হল পড়া শোনা করা, ছোটদের ভালবাসা, শরীর চর্চা আর বাবা মার কথামত চলা।

তোমাদের কি ভাবে চলা উচিত ?

আমাদের বড়দের কথা মেনে চলা উচিত।

অনুশীলনী

১। তোমাদের পরিবারে কে কে আছেন ?————————————
২। তোমার বাবা কি কাজ করেন ?————————————
৩। তোমার মা সংসারের কি কি কাজ করেন ?————————————
৪। তুমি পরিবারের কি কি কাজ কর ?————————————
৫। তোমাদের কি ভাবে চলা উচিত ?————————————
৬। মাকে তোমার ভাল লাগে কেন ?————————————
৭। বাড়িতে তোমার কি কাজ ?————————————
৮। তোমার বাবা কি কাজ করেন ?————————————
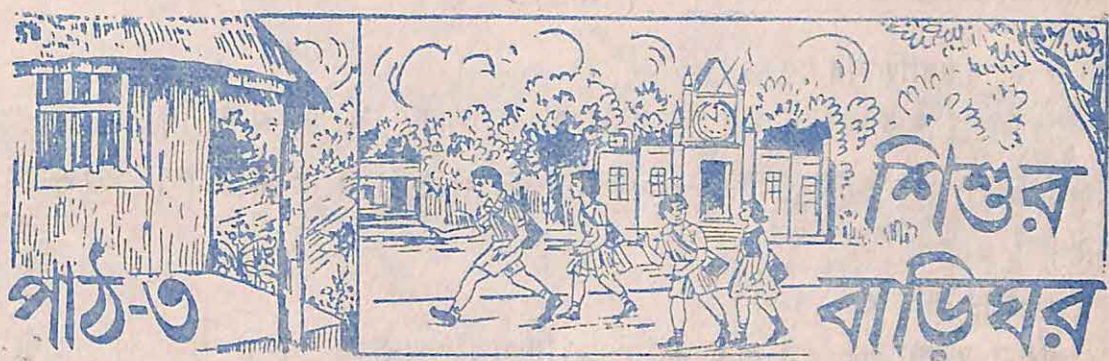
পাঠ্যাংশ ॥

তোমাদের প্রত্যেকেরই বাড়িঘর আছে। বাড়িঘর দরকার কেন? রাতে নিদ্রা যাওয়া, বর্ষা আর রৌদ্রের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া রান্না বান্না করে পরিবারের সবাই এক সঙ্গে থাকা। এই জন্য বাড়িঘরের দরকার হয়। বর্তমানে আমরা ঘরগুলি নানা কাজে লাগাই। আমাদের নানা ধরণের ঘরের দরকার হয় যেমন, শোবার ঘর, রান্না ঘর, অতিথির জন্য বৈঠক খানা। তাছাড়া গোয়ালঘর, ঠাকুর ঘর ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

তবে সকলের বাড়ি ঘর সমান হয়না। আবার শহর ও গ্রামের বাড়িঘরও একরকম নয়। গ্রামের অধিকাংশ বাড়িঘর কাঁচা। গ্রামে মাটি, বাঁশ, কাঠ বেশী পাওয়া যায় বলে বাড়িগুলি ঐ সব দিয়ে তৈরি হয়। গ্রামে জায়গার খুব অভাব না থাকায় বাড়িগুলি ছাড়া ছাড়া। আলো বাতাস উপযুক্ত ভাবে পাওয়া যায়। শহরের অধিকাংশ বাড়ি পাকা। ইঁট চুন সিমেণ্ট দিয়ে তৈরি। আজকাল গ্রামেও অনেক পাকা বাড়ি দেখা যায়।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

আমাদের ঘরের দরকার হয় কেন?

রাতে ঘুমান, ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা, দুপুরে রোদ থেকে পরিত্রাণ ও সকলে একসঙ্গে থাকার জন্য।

পাড়া ও গ্রামের বাড়ি ঘর কেমন ?

পাড়াগাঁয়ের বাড়ি ঘর অধিকাংশ কাঁচা। মাটি, বাঁশ দিয়ে তৈরি খড়ের চাল। তবে বেশ ছাড়াছাড়ি ও আলো বাতাস ভাল পাওয়া যায়।

শহর অঞ্চলের বাড়ি ঘর কেমন ?

শহর অঞ্চলের বেশির ভাগ বাড়িঘর পাকা। ইঁট, চুন, সিমেন্ট দিয়ে তৈরি। বাড়িগুলি গায়ে গায়ে লাগানো। আলো বাতাসের অভাব।

পাড়াগাঁয়ের বাড়িগুলি ছাড়া ছাড়া কেন ?

পাড়াগাঁয়ের বাড়িগুলি ছাড়া ছাড়া কারণ জায়গার খুব অভাব নেই।

শহরের বাড়িগুলি ছাড়া ছাড়া হয়না কেন ?

শহরে মানুষের সংখ্যা অনেক, অথচ জায়গার খুব অভাব তাই শহরের বাড়িগুলি ছাড়া ছাড়া হয় না।

কোন ঘর কি কাজে লাগে ?

শোবার ঘর শোওয়ার জন্য, রান্নাঘর রান্নার জন্য, গোয়াল ঘর গোরু, মোষ রাখার জন্য।

অনুশীলনী

১। আমাদের ঘরের দরকার হয় কেন ?——————————

২। পাড়াগাঁয়ে ঘর বাড়ি কেমন ?——————————

৩। শহরের বাড়ি ঘর কেমন ?——————————

৪। বস্তি কাকে বলে ?——————————

৫। শহরের বাড়িঘর কি দিয়ে তৈরি ?——————————

৬। কোন ঘর কি কাজে লাগে ?——————————

৭। পাড়াগাঁয়ের পরিবেশ ছাড়া ছাড়া কেন ?——————————
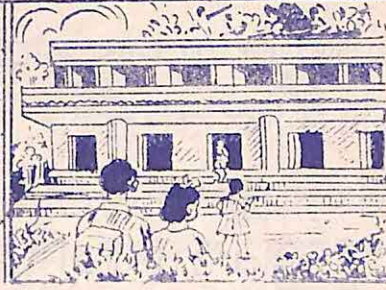
পাঠ্যাংশ ॥

গ্রামে বা শহরে যেখানে লেখাপড়া শেখান হয় তাকে বিদ্যালয় বলে। যিনি লেখা পড়া শেখান তিনি আমাদের শিক্ষক। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের আলাদা আলাদা নাম হয়। গ্রাম ও শহরের বিদ্যালয়-গুলি দু' রকমের। গ্রামের বিদ্যালয়গুলি মাটিও বাঁশ দিয়ে তৈরি। আবার শহরের বিদ্যালয়গুলি ইঁট দিয়ে তৈরি। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অনেকগুলো ঘর থাকে। ঘরগুলিতে পড়া শোনা ও হাতের কাজ শেখানো হয়। বিদ্যালয়ে আমরা লেখাপড়া শিখে প্রকৃত মানুষ হয়ে থাকি। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কিছু বাগান ও খেলার মাঠ থাকা দরকার। বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র ছাত্রী এক সাথে একই শ্রেণীতে পড়াশুনা করে তাদের সহপাঠি বলা হয়। উঁচু শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের দাদা দিদির মত ব্যবহার করতে হয়। বিদ্যালয়ে আসার সময় পরিষ্কার জামা কাপড় পড়ে আসবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পানীয় জলের জন্য নলকূপ দরকার। প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীদের উচিত শিক্ষক মহাশয় বা দিদিমনিকে শ্রদ্ধা করা।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

বিদ্যালয় কাকে বলে?

যেখানে লেখা পড়া শেখানো হয় তার নাম বিদ্যালয়।

বিদ্যালয়ে যারা পড়া শোনা করে তাদের কি বলে ?

বিদ্যালয়ে যারা পড়া শোনা করে তাদের বলে ছাত্র-ছাত্রী।

গ্রাম ও শহরের বিদ্যালয়গুলি কি দিয়ে তৈরি ?

গ্রামের বিদ্যালয়গুলি অধিকাংশ মাটি বা বাঁশের তৈরি আর খড় বা টালির ছাউনি ; শহরের বিদ্যালয়গুলি অধিকাংশই পাকা বাড়ির।

বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ ও বাগানের দরকার হয় কেন ?

বিদ্যালয়ে শরীর চর্চা, খেলাধূলা শিক্ষার জন্য মাঠ ও বিদ্যালয়ের সৌন্দর্যের জন্য বাগান দরকার হয়।

সহপাঠী কাদের বলে ?

বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী একসঙ্গে একই শ্রেণীতে পড়া শোনা করে তাদের বলে সহ পাঠী।

অনুশীলনী

১। বিদ্যালয় কাকে বলে ?——————————

২। তোমার বিদ্যালয়ের নাম কি ?——————————

৩। বিদ্যালয় আমাদের কি উপকারে আসে ?——————————

৪। সহপাঠী কাদের বলে ?——————————

৫। বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র কোনগুলি ?——————————

৬। এ গুলি কি কি কাজে লাগে ?——————————

৭। গ্রাম ও সহরের বিদ্যালয়গুলি কি দিয়ে তৈরি ? ——————————

পাঠ্যাংশ ॥

শিশুরা বাড়িতেই থাকে। তাদের বাড়ির পরিবেশে থাকেন আত্মীয় স্বজন। পাড়াগাঁয়ের বেশীর ভাগ বাড়িতে থাকে কিছু পশু পাখী। বেশীর ভাগ বাড়িতে থাকে গরু। পাড়াগাঁয়ের বাড়ির মধ্যে আশে পাশে বাগান বা সবজি খেত থাকে। এ ছাড়া নদী নালা দেখা যায় গ্রামের পরিবেশে।

শহরের লোকের বাড়ি ঘরের পরিবেশ আলাদা। একটা বাড়ির মধ্যে অনেক লোক বাস করে। এখানে চারপাশে আছে কেবল লোকজন, নানা গাড়ি, কলকারখানা ইত্যাদি।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

পরিবেশ কাকে বলে ?

আমাদের বাড়ির চার পাশে গাছপালা পশুপাখি পথঘাট নদীনালা গৃহপালিত পশু নিয়েই আমাদের পরিবেশ।

পরিবেশ ক' রকমের ও তাদের সম্বন্ধে কি জান ?

পরিবেশ দু' রকমের, (ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ, (২) সামাজিক পরিবেশ। আপনা থেকে গড়ে ওঠা পরিবেশ হল প্রাকৃতিক

পরিবেশ। যেমন—নদ-নদী, সাগর উপসাগর, পাহাড় পর্বত, আকাশ, সূর্য প্রভৃতি। গৃহ ও সমাজ নিয়ে হল সামাজিক পরিবেশ। যেমন—মা-বাবা, ভাই-বোন, দাস-দাসী প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে ?

আমাদের চার পাশে যে আলো, বাতাস, জল, মাটি, সূর্য, চন্দ্র তারা আছে এগুলিকে বলে প্রাকৃতিক পরিবেশ।

অনুশীলনী

১। পরিবেশ কাকে বলে ? ——————————

২। তোমাদের সবজিক্ষেতে কি কি শাক সবজী হয় ? ——————————

৩। উৎপন্ন শস্য আমরা কি করি ? ——————————

৪। আলো হাওয়া দরকার হয় কেন ? ——————————

৫। তোমাদের বাড়িতে কি কি গাছ আছে। ——————————

৬। প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে ? ——————————

৭। তোমাদের পরিবেশ সম্বন্ধে কি জান ? ——————————
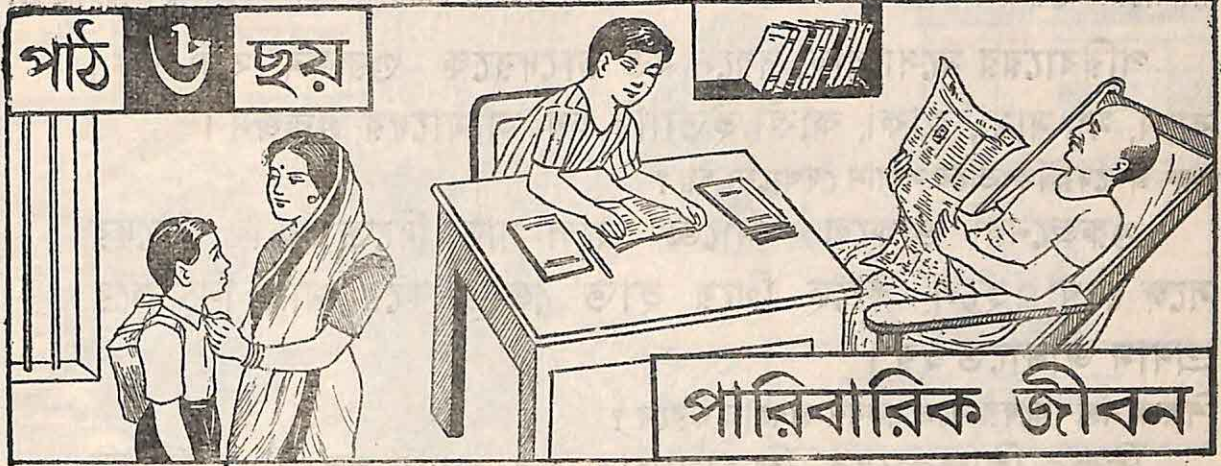
পাঠ্যাংশ ॥

মা, বাবা, ভাই, বোন, কাকা, কাকী, মেসো, মাসী, বৌদি প্রভৃতিদের নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের পরিবার। যারা বয়সে বড় তাদের পরিবারের গুরুজন বলা হয়। এরা হলেন ঠাকুরদা, বাবা, মা ইত্যাদি। গুরুজনদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করতে হয়। স্নেহের পাত্রকে ভালবাসতে হয়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হয়।

তাদের কোন বিপদ আপদ যাতে না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। তুমি ভাল হলে পরিবারের সকলে তোমায় ভাল বাসবে, প্রতিবেশীরাও তোমায় ভাল বাসবে। তোমার সুখ্যাতি করবে।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

পরিবার কাকে বলে ?

বাবা, মা, কাকা, কাকী, দাদা, দিদি, প্রভৃতিদের সঙ্গে যারা একত্রে বসবাস করেন তাদের একটি পরিবার বলে।

পরিবারের গুরুজন কারা ?

পরিবারের মধ্যে যারা বয়সে বড় তাদেরকে গুরুজন বলা হয়। বাবা, মা, মামা, কাকা, কাকী ইত্যাদি হয় আমাদের গুরুজন।

গুরু জনদের কি ভাবে সম্মান দেখানো হয় ?

গুরুজনেরা ডাকলে "আজ্ঞে" বলে সাড়া দিতে হয়। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে কাছে গিয়ে হাত জোড় করে মাথা নিচু করে প্রণাম জানাতে হয়।

শিক্ষক মহাশয়দের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে ?

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পিতামাতার মত সম্মান করবে। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে হাত জোড় করে নমস্কার করবে। তাঁদের আদেশ সব সময় পালন করবে।

স্নেহের পাত্র কারা ?

যারা বয়সে ছোট তারাই আমাদের স্নেহের পাত্র। যেমন ছোট ভাই, বোন, ভাইপো, ভাইঝি ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। পরিবার কাকে বলে ?——————————

২। পরিবারের গুরুজন কারা ?——————————

৩। গুরুজনদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে ?——————————

৪। প্রতিবেশীদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে ?——————————

৫। স্নেহের পাত্র কারা ?——————————

৬। পারিবারিক জীবন বলতে কি বোঝ ?——————————
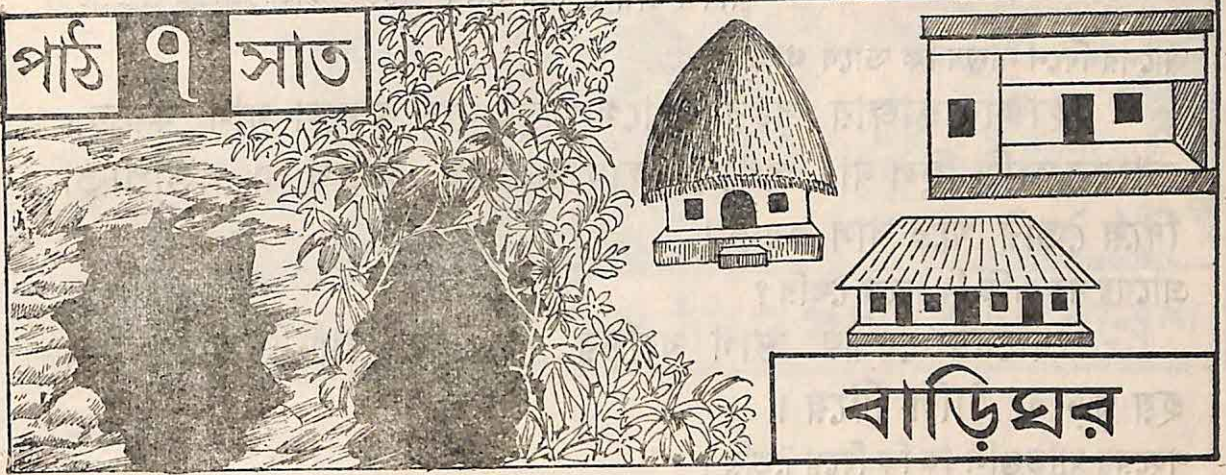
পাঠ্যাংশ ॥

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ জীবজন্তুর মতন বাস করত। তাদের ঘরবাড়ি ছিল না। প্রথমে পাহাড়ের গুহায়, পরে গাছপালা লতাপাতা দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করতে লাগল। গ্রামের বাড়িগুলি তৈরি করে ঘরামিরা। তাই গ্রামে যে বাড়ি ঘর তৈরি হল তার অধিকাংশ দেওয়াল হল মাটির, ছাউনি হল খড়, টালি, টিন অ্যাসবেস্টারের। আর দরজা, জানলা কাঠ দিয়ে তৈরি। শহরের বাড়ি তৈরি হয় ইট, বালি, চুন, সিমেণ্ট, লোহার রড্ ও পাথরকুচি দিয়ে। দরজা, জানলার জন্য চাই কাঠ, লোহার রড্ ইত্যাদি। বাড়িতে উঠোন থাকলে বাড়ীতে প্রচুর আলো বাতাস পাওয়া যায়। ছেলেমেয়েরা খেলতে পারে। গ্রামে বাড়ি তৈরি করবার সময় দেখা দরকার বাড়িটা যেন উঁচু জায়গায় হয়। সেখানে যেন জল জমতে না পারে। বাড়ির জল যাতে সহজে বাইরে চলে যায় তার জন্য চাই নর্দমা। আর পানীয় জলের জন্য প্রয়োজন নলকূপ। মলমূত্র ত্যাগের জন্য চাই পায়খানা। বাড়িঘর সব সময় পরিষ্কার রাখা দরকার।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

আগের দিনে মানুষ কি ভাবে থাকত ?

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ বনে জঙ্গলে বাস করত। তাদের বাড়ি ছিল না। প্রথমে গুহায় ও পরে গাছপালা, লতাপাতা দিয়ে তৈরি ঘরে বাস করত।

গ্রামের ঘর বাড়ি কি দিয়ে তৈরি ?

গ্রামের বেশীর ভাগ বাড়ির দেওয়াল মাটির, ছাউনিকরা হয় খড় বা টালি দিয়ে।

শহরের বাড়িগুলি কি কি দিয়ে তৈরি ?

শহরের বাড়িগুলি অধিকাংশ ইটের বা পাকাবাড়ি। এই সব বাড়ি তৈরি করতে ইট, চুন, সিমেণ্ট, বালি, পাথরকুচি ও লোহার রড্ প্রয়োজন হয়।

পাকাবাড়ি তৈরি করে কারা ?

পাকাবাড়ী রাজমিস্ত্রি ভাইরা তৈরি করে।

অনুশীলনী

১। গ্রামের বাড়িগুলি কেমন স্থানে হওয়া উচিত ?————————

২। গ্রামে বাড়ি ঘর যারা তৈরি করে তাদের কি বলে ?————————

৩। বাড়িতে কি কি সুযোগ থাকা দরকার ?————————

৪। বাড়ি ঘড় সব সময় কেমন রাখা দরকার ?————————

৫। বাড়ির নোংরা সরিয়ে রাখা দরকার কেন ?————————

৬। আগের দিনে মানুষ কি ভাবে থাকত ?————————

৭। গ্রামের বাড়িগুলি কি দিয়ে তৈরি ?————————

৮। পাকাবাড়ি তৈরি করে কারা ?————————

৯। শহরে বা গ্রামে যাদের ঘর বাড়ি নেই তারা কি ভাবে থাকে ?————————

পাঠ্যাংশ ॥

তোমার চারপাশে যা রয়েছে তাই তো তোমার পরিবেশ। তোমার বাড়ির চার পাশে যা রয়েছে তা তোমার বাড়ির পরিবেশ। বাড়ির পরিবেশের চারিদিকে ঘিরে থাকে আশেপাশের অনেক বাড়ি। কারণ পাশাপাশি কয়েকটি বাড়ি নিয়ে হল পাড়া। কতগুলি পাড়া নিয়েই গড়ে উঠেছে গ্রাম পাড়ার নাম নানা ভাবে হয় যেমন বামুনপাড়া, জেলেপাড়া ও ঘোষপাড়া ইত্যাদি। কিন্তু শহরে তা নয়। রাস্তার নাম অনুসারে পাড়ার নাম হয়।

শহরের রাস্তাঘাট মেরামত ও নতুন রাস্তা তৈরি, পাণীয় জলের ব্যবহারের ভার মিউনিসিপ্যালিটি বা করপোরোশনের উপর। পাড়া-গাঁয়ের রাস্তাঘাট তৈরি ও মেরামতের ব্যবস্থা এবং পাণীয় জলের ব্যবস্থা করে পঞ্চায়েত।

পাড়াগাঁয়ের রাস্তাঘাটে দেখা যায় গরুরগাড়ী, মোষেরগাড়ী, সাইকেল, রিক্সা ও পালকী ইত্যাদি। যে সমস্ত গ্রামে পাকা রাস্তা আছে সেখানে লরী, বাস ইত্যাদি দেখা যায়।

শহরের পথে ঘাটে চলে বাস, লরী, ঠেলা, রিক্সা। কলকাতায় দেখা যায় ট্রাম ও টানারিক্সা। শহরের নদীতে দেখা যায় ষ্টিমার জাহাজ ইত্যাদি।

আদর্শ প্রশ্ন তার উত্তর

পাড়া কাকে বলে ?

এক জায়গায় কতকগুলো বাড়ি থাকলে তাকে পাড়া বলে। একটা গ্রামে অনেক গুলো পাড়া থাকে যেমন বামুন পাড়া, তাঁতী পাড়া ইত্যাদি।

পাড়া কি ভাবে গড়ে ওঠে ?

পাড়া রাতারাতি গড়ে ওঠে না কোন সময় একটি পরিবার বসবাসের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করল। ধীরে ধীরে পরিবারের লোক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ঘর বাড়ীর অভাব হয়। তখন পরিবারের লোক অন্য জায়গায় যায়, এই ভাবে পাড়া গড়ে ওঠে।

পাড়াগাঁয়ের ও শহরের যানবাহন কি কি ?

পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় গরুর গাড়ি, সাইকেল, পালকি দেখা যায়। খাল, বিল, নদীতে নৌকা চলে। শহরের রাস্তাঘাটে দেখা যায় সাইকেল, বাস, লরি ইত্যাদি। কলকাতা শহরে ট্রাম ও মানুষে টানা রিক্সা দেখা যায়।

অনুশীলনী

১। তোমার পাড়ার নাম কি ?————————

২। তোমার বাড়ির চারশাশে কি আছে ?————————

৩। পাড়া গাঁয়ের যানবাহন কি কি ?————————

৪। শহরের যানবাহন কি কি ?————————

৫। গ্রামের পাড়াগুলির রাস্তাঘাট কেমন ?————————

৬। পাড়া কাকে বলে ?————————

৭। পাড়া কি ভাবে গড়ে ওঠে ?————————

৮। আগে পাড়ার নামকরণ কি ভাবে হত ?————————
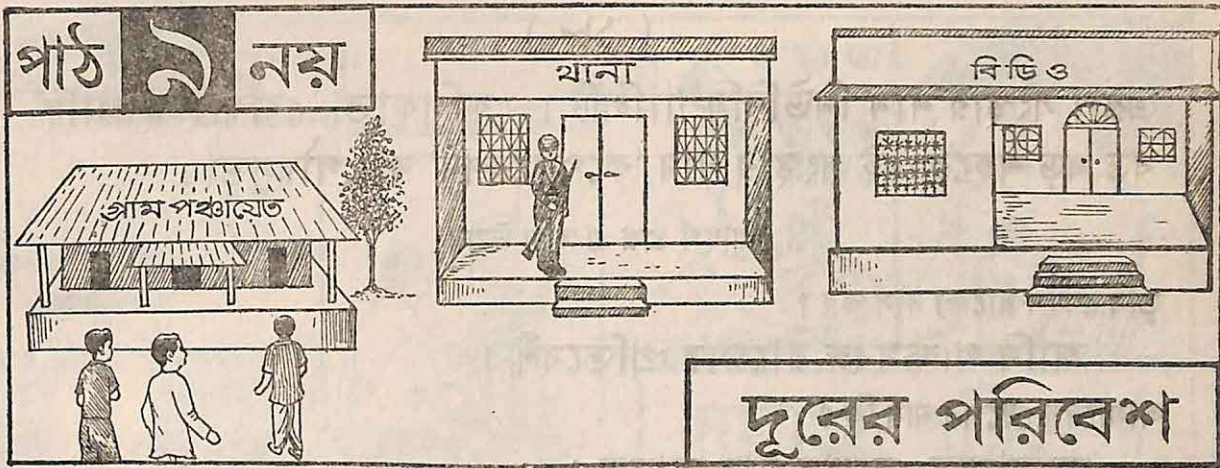
পাঠ্যাংশ ॥

আমাদের পরিবারের বাইরে সমাজ অনেক দূরে ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি পাড়া নিয়ে হয় একটি গ্রাম। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠে পঞ্চায়েৎ। কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েৎ নিয়ে তৈরি হয় থানা। আবার কয়েকটি থানা নিয়ে গড়ে উঠে মহকুমা। আবার কয়েকটি মহকুমা নিয়ে তৈরি হয় জেলা। কয়েকটি জেলা নিয়ে হয় রাজ্য। যেমন পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য। কয়েকটি রাজ্য নিয়ে দেশ হয়। যেমন ভারত। এই দেশের প্রধানকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি।

প্রত্যেক দেশেই আছে কিছু গ্রাম ও শহর। শহরের মানুষের স্বাস্থ্য ও সুখ সুবিধা দেখার জন্য একটি প্রতিনিধি সভা তৈরি হয় একে বলে মিউনিসিপ্যালিটি। মিউনিসিপ্যালিটির প্রধানকে বলে 'চেয়ার ম্যান।'

গ্রাম বা শহরের পথঘাট তৈরি বা মেরামত, জলনিকাশের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট সাফ পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি করে থাকে এক এক সংস্থা। এই সংস্থা গ্রাম বা শহরের মানুষদের ভোটে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্য মিলে যে সংস্থা ঠিক হয়, তা হল স্বশাসন সংস্থা।

গ্রামের এ জাতীয় সংস্থা হল পঞ্চায়েত। আর ছোটখাট শহরের

এরূপ সংস্থার নাম মিউনিসিপ্যালিটি। কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি বড় বড় শহরে এই সংস্থার নাম 'কর্পোরেশন' বা পৌরসভা।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

তুমি কোন রাজ্যে বাস কর ?

আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিবেশী।

আমাদের দেশের নাম কি ?

আমাদের দেশের নাম ভারত।

ভারতের রাজধানী কোথায় ?

ভারতের রাজধানী দিল্লী।

বি. ডি. ও কোথাকার প্রধান ?

বি. ডি. ও ব্লকের প্রধান।

ম্যাজিস্ট্রেট কোথাকার প্রধান ?

ম্যাজিস্ট্রেট জেলার প্রধান।

রাজ্যপাল কোথাকার প্রধান ?

রাজ্যপাল রাজ্যের প্রধান।

রাষ্ট্রপতি কোথাকার প্রধান ?

রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধান।

অনুশীলনী

১। পশ্চিমবঙ্গে কয়টি জেলা ?————————
২। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কি ?————————
৩। তুমি কোন রাজ্যের অধিকারী ?————————
৪। মিউনিসিপ্যালিটির কাজ কি ?————————
৫। বি. ডি. ও কাকে বলে ?————————
৬। ম্যাজিস্ট্রেট কাকে বলে ?————————
৭। রাজ্যপাল কাকে বলে ?————————

॥ পাঠ্যাংশ ॥

মানুষ একা একা সব কাজ করতে পারেনা। বিভিন্ন কাজ ও জিনিসের জন্য বিভিন্ন মানুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই মানুষ পরস্পরের সাহায্য করে মিলে মিশে বাস করে। এমনি কতকগুলি পরিবার মিলে সমাজ গড়ে উঠে।

সমাজের লোকেরা কেউ চাষ আবাদ করেন, কেউ কাপড় বোনেন, কেউ মাছ ধরেন, কেউ লোহা দিয়ে নানারকম যন্ত্রপাতি তৈরী করেন, কেউ কলকারখানায় কাজ করেন, আবার কেউ অফিস আদালতে কাজ করেন বা শিক্ষকতা করেন, কেউ কেউ আবার ওকালতি এবং ডাক্তারিও করেন।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

মানুষ কেন মিলে মিশে বাস করে?

মানুষ একা একা সব কাজ করতে পারে না। বিভিন্ন ধরনের কাজ ও জিনিসের জন্য বিভিন্ন মানুষের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই মানুষ মিলে মিশে বাস করে।

গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষ কি কাজ করে?

গ্রামের বেশীর ভাগ মানুষ চাষের কাজ করে।

চাষী ভাই কি ভাবে সমাজের উপকার করে ?

চাষী ভাই জলে ভিজে রোদে পুড়ে মাঠে ধান, গম, ডাল, তরিতরকারী ইত্যাদি উৎপন্ন করে। এগুলি খেয়ে আমরা বাঁচি।

তাঁতী ভাই আমাদের কি কি জিনিষ যোগান দেয় ?

তাঁতী ভাই আমাদের কাপড়, গামছা, মশারি ইত্যাদি যোগান দেয়।

কামার কাদের বলে ?

যারা লোহা দিয়ে কাস্তে, কাটারি, পেরেক ইত্যাদি তৈরি করেন তাদের কামার বলে।

গোয়ালা ভাই আমাদের কি উপকার করেন ?

গোয়ালা ভাই গরু মোষ ইত্যাদি পালন করেন ও আমাদের দুধের যোগান দেয়। দুধ থেকে ছানা মাখন ঘি হয়।

জেলে ভাই আমাদের কি উপকার করেন ?

জেলে ভাই খাল বিল থেকে মাছ ধরে আমাদের মাছের যোগান দেন।

শিক্ষকের কাজ কি ?

শিক্ষক মহাশয় লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলেন।

অনুশীলনী

১। মানুষ কেন মিলে মিশে কাজ করে ? ——————————

২। আমাদের সমাজে বেশির ভাগ লোক কি কাজ করে ? ——————————

৩। শ্রেষ্ঠ সমাজ সেবী কে ? ——————————

৪। চাষী আমাদের কি উপকারে আসে ? ——————————

৫। তাঁতী ভাই আমাদের কি উপকারে আসে ? ——————————

৬। কামার কাদের বলা হয় ? ——————————

৭। কামারের কাজ কি ? ——————————

৮। শিক্ষক কি করেন ? ——————————
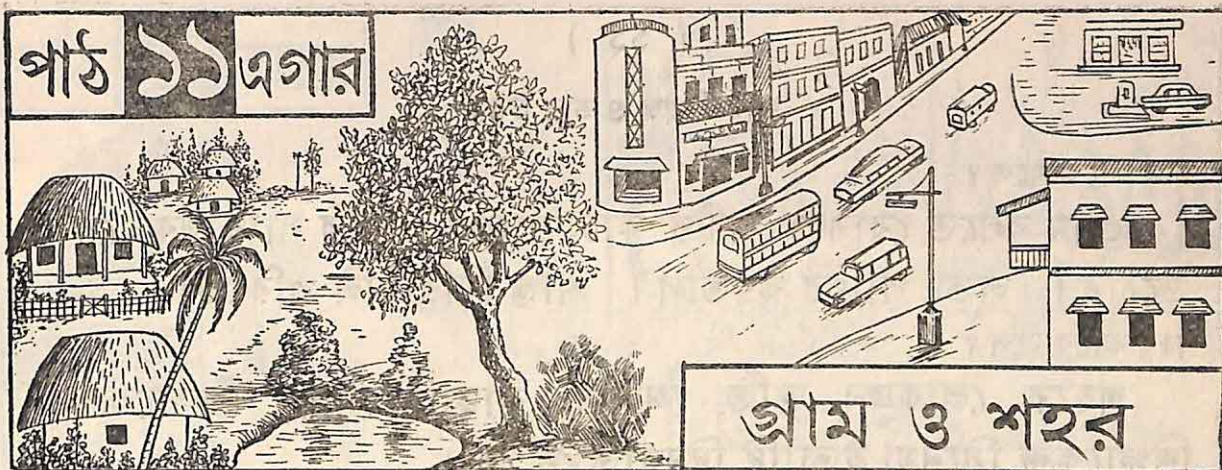
পাঠ্যাংশ ॥

গ্রাম বলতে বুঝি মাটির কাঁচা রাস্তার ত্নপাশে ধানের খেত সারি সারি মাটির বাড়ি। আর শহর বলতে বড় বড় বাড়ি, শিল্প, ব্যাঙ্ক, থানা, সিনেমা ইত্যাদি। রাস্তার ত্নধারে দোকান পাট, হোটেল আলোর রোসনাই, দিনরাত হৈ হৈ।

গ্রামের রাস্তা কাঁচা। সেখানকার রাস্তায় সাইকেল রিক্সা, গরুর গাড়ি চলে। মেয়েরা পালকি করে যায়।

শহরের রাস্তা পাকা। মোটর, সাইকেল, রিক্সা, লরি ইত্যাদি চলে। কলিকাতার মতন শহরে ট্রাম দেখা যায়।

শহর ও গ্রামে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠিপত্র আসে। পিয়ন ও ডাকহরকরা এই কাজ করে।

গ্রামে জিনিসপত্র কেনার জন্য হাট বসে, শহরে লোক সংখ্যা বেশী। তাই রোজই বাজার বসে।

গ্রামে কলকারখানা নেই। শহরে আছে। কলকারখানা থেকে উৎপন্ন হয় নানা ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। গ্রাম থেকে আসে চাল, ডাল, তরিতরকারী যা শহরের বাজারে বিক্রয় হয়।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

গ্রাম কাকে বলে ?

গ্রাম বলতে বোঝায় মাটির কাঁচা রাস্তা। সারি সারি ঝক্‌ঝকে উঠোন। লতা, পাখির করতাল। শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ।

শহর কাকে বলে ?

শহরে লোকজন ভর্তি, অফিস, কাছারি ব্যাঙ্ক, শিল্পকেন্দ্র শিক্ষাকেন্দ্র সিনেমা ইত্যাদি দিনরাত হৈ হৈ।

গ্রামের যানবাহন কি কি ?

গ্রামের প্রধান যানবাহন হল গরুর গাড়ী, সাইকেল, নৌকো। কোন কোন এলাকায় বাস, টেম্পো, সাইকেল ভ্যান ইত্যাদি দেখা যায়।

হাট কাকে বলে ?

সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন বা দু'দিন যেখানে জিনিষ পত্র বেচা কেনা হয় তাকে হাট বলে। যেমন মায়াপুর হাট।

বাজার কাকে বলে ?

গ্রামে বা শহরে যেখানে প্রতিদিন জিনিষ পত্র বেচাকেনা হয় তাকে বাজার বলে।

অনুশীলনী

১। গ্রাম কাকে বলে ?————————————

২। শহর কাকে বলে ?————————————

৩। হাট কি ?————————————

৪। বাজার কি ?————————————

৫। গ্রাম থেকে কি জিনিস আসে ? ————————————

৬। চিঠি পত্র কারা বিলি করে ?————————————

৭। তোমার গ্রামের বর্ণনা কর।————————————

৮। তোমার শহরের বর্ণনা কর।————————————

॥ পাঠাংশ ॥

ভারত আমাদের দেশ। এখানে নানান ধর্মের লোকের বাস। যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি। কিন্তু সব ধর্মের আবার অনুষ্ঠান একসময় হয় না। বিভিন্ন ধর্মের অনুষ্ঠান বিভিন্ন সময়ে হয়। তাছাড়া কতকগুলি জাতীয় উৎসব আছে প্রত্যেক ধর্মের লোক মানে। সেই উৎসব সারা ভারতে বছরের পর বছর একই দিনে পালিত হয়ে থাকে। যেমন বাঙ্গালী হিন্দুদের সরস্বতী পূজা, দুর্গাপুজা, কালীপুজা, মুসলমানদের মহরম ইত্যাদি। এই সব উৎসবে আনন্দে প্রত্যেক ধর্মের ছেলে মেয়েরা সাজ-গোজ করে উৎসবে যোগদান করে। হিন্দুদের ধর্মীয় স্থান মন্দিরে। মুসলমানের ধর্মীয় স্থান মসজিদে। খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় স্থান গির্জা।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

হিন্দুদের প্রধান উৎসব কি?

হিন্দুদের প্রধান উৎসব দুর্গাপুজার সময় প্রতিটি মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে। এছাড়া কালীপুজা, সরস্বতীপূজা, গাজন মেলা প্রভৃতি।

মুসলমানদের প্রধান উৎসব কি কি?

মুসলমানদের প্রধান উৎসব মহরম।

খ্রীস্টানদের প্রধান উৎসব কোন দিন ?

খ্রীষ্টানদের প্রধান উৎসব খ্রীস্টমানডে বা বড়দিন।

কোন্ ধর্মের লোকেরা কোথায় পূজা দেয় ?

হিন্দুরা পূজা দেয় মন্দিরে। মুসলমানরা দেয় মসজিদে। আর খ্রীষ্টানরা দেয় গীর্জায়।

আমাদের জাতীয় উৎসব কোনগুলি কোন তারিখে হয় ?

নেতাজীর জন্মদিন ২৩শে জানুয়ারী, প্রজাতন্ত্র ২৬শে জানুয়ারী শহীদ দিবস ৩০শে জানুয়ারী, মে দিবস ১লা মে, রবীদ্র জয়ন্তী ২৫শে বৈশাখ, স্বাধীনতা দিবস ১৫ই আগস্ট। শিক্ষক দিবস ৫ই সেপ্টেম্বর।

রবীন্দ্র জয়ন্তী কি ভাবে পালন কর ?

এই দিন আমরা নিজ নিজ বিদ্যালয়কে ফুল পাতা আলো দিয়ে সাজাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে কবিতা, আবৃত্তি, গান, পরিবেশন করে থাকি।

স্বাধীনতা দিবস কি ভাবে পালন কর ?

আমরা এই দিন বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি এবং শহীদদের স্মরণ করে একটি আলোচনা সভা করে থাকি।

অনুশীলনী

১। হিন্দুদের প্রধান উৎসব কি ? ——————————————

২। মুসলমানদের প্রধান উৎসব কি কি ? ——————————————

৩। খ্রীষ্টানদের প্রধান উৎসব কোনগুলি ? ——————————————

৪। আদিবাসীদের প্রধান উৎসব কোনগুলি ? ——————————————

৫। কোন ধর্মের লোকেরা রোজা প্রস্থা দেয় ? ——————————————

৬। আমাদের জাতীয় উৎসব কোনগুলি ও কোন তারিখে হয় ? ——————————————

পাঠ্যাংশ ॥

গ্রামের মানুষ চাষে যেসব জিনিস উৎপন্ন করে শহরের মানুষ তা নিয়ে এসে ব্যবহার করে। শহরে চাষ-আবাদ হয় না। আবার গ্রামের মানুষ শহর থেকে আনে কল-কারখানায় তৈরী সব জিনিস। গ্রামে জিনিস পত্র কেনার জন্য হাট বাজার বসে। হাট সপ্তাহে দুই দিন বা এক দিন বসে কিন্তু বাজার রোজ বসে।

শহরের লোক সংখ্যা বেশী তাই হাটের পরিবর্তে বাজার বসে।

ফসল হয় গ্রামের জমিতে তাই গ্রামে অধিকাংশ লোক চাষ আবাদ করেন। তাছাড়া গ্রামে আরও এক শ্রেণীর লোক দেখা যায় তাঁরা বাড়িতে বসে সামান্য জিনিসপত্র ও কাঁচা মাল দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরি করেন, একে বলা হয় কুটির শিল্প। কেউ কেউ তাঁতে নানা রকম কাপড়, গামছা, ইত্যাদি বোনেন। কেউ কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, আলমারি প্রভৃতি কাঠের জিনিস তৈরি করেন। কেউ বা মাটির হাঁড়ি কলসি, গেলাস প্রভৃতি তৈরি করেন।

শহরে কলকারখানায় বড়ো বড়ো যন্ত্রের সাহায্যে নানা রকম জিনিস উৎপাদন করা হয় একে যন্ত্র শিল্প বলে। বহু লোক কার-খানায় কাজ করেন। এদের শ্রমিক বলে।

শহরে নানারকম কলকারখানা আছে। যেমন—লোহার জিনিস তৈরীর কারখানা, ওষুধের কারখানা, পাটকল, চিনি ও কাগজ তৈরীর কারখানা ইত্যাদি।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

হাট কাকে বলে?

সপ্তাহে নির্দিষ্ট একদিন বা দু'দিন যেখানে জিনিষ পত্র বেচা কেনা হয় তাকে হাট বলে। যেমন মায়াপুর হাট।

বাজার কাকে বলে?

গ্রামে বা শহরে যেখানে প্রতিদিন জিনিষ পত্র বেচাকেনা হয় তাকে বাজার বলে।

শহর থেকে গ্রামে কি কি জিনিষ আসে?

শহর থেকে কাপড়, ঔষধপত্র, প্রাসাধন দ্রব্য, লোহার যন্ত্রপাতি, মনোহারীদ্রব্য, বইখাতা, কাগজ, কলম ইত্যাদি।

গ্রাম থেকে শহরে কি কি জিনিষ যায়?

গ্রাম থেকে শাক সবজী, চাল, ডাল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফল মূল ইত্যাদি জিনিষ শহরের বাজারে যায়।

গ্রামে কি কি কুটির শিল্প আছে?

গ্রামের কুটির শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লোহার দা, কুড়াল কোদাল, বঁটি, কাস্তে, মাটির হাঁড়ি, কলসী, তাঁতের কাপড়, বাঁশ-বেতের নানা রকম জিনিষ, মাদুর, কাঠের আসবাবপত্র, কাঁসা-পিতলের বাসন ইত্যাদি।

শহরের কারখানায় কি কি তৈরী হয়?

শহরের বড় বড় কলকারখানায় লোহার নানা রকম যন্ত্রপাতি,

কাপড়, কাগজ, সাবান, তৈল, ঔষধপত্র, সূতা, চট, থলে, মোটরগাড়ী, সাইকেল ইত্যাদি তৈরি হয়।

এ রাজ্যে কোন্ কোন্ কুটির শিল্প বিখ্যাত ?

মাটির জিনিষ, তাঁতের কাপড়, কাঁসাপেতলের জিনিষ বাঁশ ও বেতের জিনিষ।

তাঁতের কাপড়ের জন্য কোন জায়গা বিখ্যাত ?

ধনেখালি, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা ইত্যাদি।

কাঁসার বাসনের জন্য বিখ্যাত কোন স্থান ?

মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া, মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল।

লোহার ছুরি-কাঁচির জন্য কোন্ জায়গা বিখ্যাত ?

বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগর।

মাটির জিনিসের জন্য কোন্ স্থান বিখ্যাত ?

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর।

অনুশীলনী

১। গ্রাম কাকে বলে ? ____________________

২। শহর কাকে বলে ? ____________________

৩। গ্রামের জমিতে কি কি ফসল হয় ? ____________________

৪। শহরের কারখানায় কি কি তৈরী হয় ? ____________________

৫। কারখানায় তৈরি কয়েকটি জিনিসের নাম কর। ____________________

পাঠ্যাংশ ॥

গ্রাম বা শহরের পথঘাট তৈরি বা মেরামত, জলনিকাশের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট সাফ পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি করে থাকে এক এক সংস্থা। এই সংস্থা গ্রাম বা শহরের মানুষদের ভোটে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্য মিলে যে সংস্থা ঠিক হয়, তা হল স্বশাসন সংস্থা।

গ্রামের এ জাতীয় সংস্থা হল পঞ্চায়েত। আর ছোটখাট শহরের এরূপ সংস্থার নাম মিউনিসিপ্যালিটি। কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি বড় বড় শহরে এই সংস্থার নাম 'কর্পোরেশন' বা পৌরসভা।

বর্তমান পঞ্চায়েতে তিনটি স্তর: (১) গ্রাম পঞ্চায়েত, (২) পঞ্চায়েত সমিতি এবং (৩) জেলা পরিষদ।

প্রতি ৪০০ জন ভোটারের জন্য একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তাকে বলা হয় গ্রাম প্রধান।

গ্রাম পাঞ্চয়েত এলাকায় প্রতি ২০০০ ভোটারের জন্য একজন পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এক একটি ব্লক এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির কর্মকর্তাকে বলা হয় সভাপতি। প্রতি পঞ্চায়েত সমিতিতে একজন সহ-সভাপতি থাকেন।

প্রতিটি ব্লক এলাকার ৪০ হাজার ভোটারের জন্য একজন জেলা পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিগণও পদাধিকার বলে পরিষদের সদস্য হন। জেলা পরিষদে একজন সভাধিপতি ও একজন সহ-সভাধিপতি থাকেন।

পঞ্চায়েতের তিনটি স্তর সমবেত ভাবে গ্রাম, ব্লক ও জেলা পর্যায়ের কৃষি, সেচ, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতির জন্য কাজ করেন।

শহর এলাকাকে কতকগুলো ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। এক একটি ওয়ার্ডের ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের কাউন্সিলার বলে। সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ও সরকারের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন গঠিত হয়।

মিউনিসিপ্যালিটির প্রধানকে চেয়ারম্যান ও সহকারীকে ভাইস-চেয়ারম্যান বলে।

কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তাকে মেয়র বা পৌরপিতা বলে। এ ছাড়া তাঁর সহকারীকে ডেপুটিমেয়র বা সহকারী পৌরপিতা বলে।

শহরের রাস্তাঘাট মেরামত, তৈরী, বাড়িঘর নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ, জল নিকাশ, ময়লা পরিষ্কার, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন।

প্রশ্ন ও তার উত্তর

পঞ্চায়েত স্তরে শাসন ব্যবস্থা কোথায় হয়?

পঞ্চায়েত স্তরে শাসনব্যবস্থা চলে গ্রামে।

প্রধান ও উপ-প্রধান কাকে বলে?

গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বময় কর্তাকে প্রধান বলে। আর তাঁর সহকারীকে উপ-প্রধান বলে।

সভাধিপতি কার উপাধি ?

জেলা পরিষদের প্রধানকে সভাধিপতি বলে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ কি ?

গ্রামের উন্নতি এবং পথঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদির উন্নতি করা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ। এছাড়া সামান্য ঝগড়া ঝাঁটি মিটিয়ে দেওয়ার কাজ ও গ্রাম পঞ্চায়েত করে থাকেন।

পৌরপিতা এবং চেয়ারম্যান কাকে বলে ?

কর্পোরেশন বা পৌরসভার সর্বময়কর্তাকে পৌরপিতা বলে। মিউনিসিপ্যালিটির সর্বময় কর্তাকে চেয়ারম্যান বলে।

অনুশীলনী

১। গ্রামপঞ্চায়েত কিভাবে গঠিত হয় ? ________________

২। গ্রাম প্রধান কাকে বলে ? ________________

৩। জেলা পরিষদের কাজ কি ? ________________

৪। পৌর পিতা এবং এবং চেয়ারম্যান কাকে বলে ? ________________

৫। শূন্যস্থানে কথা বসাও :

(ক) গ্রামসভার কর্তাকে……বলে।

(খ) গ্রামসভার সদস্য কমপক্ষে……হয়।

(গ) অঞ্চলের প্রধানকে বলে……।

॥ মৌখিক ॥

(ক) তোমার গ্রামসভার সদস্য কতজন ? ________________

(খ) তোমার গ্রামসভার প্রধান কে ? ________________

(গ) তোমার গ্রামপঞ্চায়েত কি কি কাজ করেছেন ? ________________

পাঠ্যাংশ ॥

আমরা পৃথিবীর মাটিতে বাস করি। ঘর বানাই, রাস্তাঘাট তৈরী করি, কলকারখানা গড়ি, চাষ আবাদ করি। মেঘ থেকে, নদী থেকে কিংবা মাটির তলা থেকে জল পাই।

আমাদের মাথার উপরে রয়েছে খোলা আকাশ। দিনে আকাশে দেখি সূর্য। রাতের আকাশে দেখি চাঁদ, তারা। মেঘ আর রঙ-বেরঙের পাখিকেও আকাশে দেখতে পাই।

আকাশ, বাতাস, মাটি, জল—সব কিছু নিয়েই হল আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

পৃথিবী কি ?

সূর্যের নয়টি গ্রহের মধ্যে পৃথিবী একটি গ্রহ। আমরা এই পৃথিবীতে বাস করি।

সূর্যের গ্রহগুলি কি কি ?

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্ল টো।

পৃথিবীর নিজের একবার পাক খেতে কত সময় লাগে ?

পৃথিবীর নিজের একবার পাক খেতে ২৪ ঘণ্টা সময়লাগে। একে আহ্নিক গতি বলে।

আহ্নিক গতির ফলে কি হয় ?

আহ্নিক গতির ফলে দিন রাত্রি হয়।

সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরার গতিকে কি বলে ?

সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরার গতিকে বার্যিক গতি বলে।

বার্যিক গতির ফলে কি হয় ?

বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়।

ঋতু কাকে বলে ?

পৃথিবীর সব জায়গায় সব সময় শীত, গ্রীষ্ম, সমান ভাবে থাকে না, এই পরিবর্তনকে আমরা ঋতু বলি।

আমাদের দেশে কয়টি ঋতু ?

আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু।

ঋতুগুলির নাম কি ?

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত।

পৃথিবী সূর্যের চারদিক একবার ঘুরতে কত সময় লাগে ?

সূর্যের চারদিকে ঘুরতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন বা এক বৎসর সময় লাগে।

মাটি কয় প্রকার ও কি কি ?

মাটি পাঁচ প্রকার। যথা—বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, দোঁ-আশ মাটি, কাঁকুরে মাটি ও নোনা মাটি।

বেলে মাটি কাকে বলে ?

যে মাটিতে বালির ভাগ বেশী তাকে বেলে মাটি বলে। এই মাটিতে ফুটি, তরমুজ ভাল হয়।

এঁটেল মাটি কাকে বলে ?

যে মাটিতে কাদার ভাগ বেশী তাঁকে এঁটেল মাটি বলে। এই মাটিতে ধান, কলাই ভাল হয়।

দো-আঁশ মাটি কাকে বলে ?

যে মাটিতে কাদা ও বালির ভাগ সমান তাকে দো-আঁশ মাটি বলে। এই মাটিতে সব রকম ফসলই ভাল হয়।

কাঁকুরে মাটি কাকে বলে ?

যে মাটিতে কাঁকর থাকে তাকে কাঁকুরে মাটি বলে। এই মাটিতে ধান এবং নানা রকম তৈল বীজ জন্মায়।

নোনা মাটি কাকে বলে ?

যে মাটিতে নুনের ভাগ বেশী থাকে তাকে নোনা মাটি বলে। এ মাটিতে ধান, নারিকেল, তাল জন্মায়।

শিলা বা পাথর কয় প্রকার ?

শিলা বা পাথর তিন প্রকার। যথা—পালল শিলা, আগ্নেয় শিলা, পরিবর্তিত শিলা।

গাছকে উদ্ভিদ বলে কেন ?

গাছ মাটি ভেদ করে উপরে ওঠে তাই গাছকে উদ্ভিদ বলে।

গাছের কয়টি অংশ ও কি কি ?

গাছের পাঁচটি অংশ। যথা—মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল।

মূল কাকে বলে ?

গাছের যে অংশ মাটির নীচে থাকে তাকে মূল বলে।

কাণ্ড কাকে বলে ?

গাছের যে অংশ মাটির উপর থাকে তাকে কাণ্ড বলে।

পাতা কাকে বলে ?

গাছের কাণ্ডে বা ডালে যে পাতলা চওড়া সবুজ অংশ থাকে তাকে পাতা বলে।

পাতা কয় প্রকার ও কি কি ?

পাতা দুই প্রকার। যথা—এক ফলক ও বহু ফলক।

এক ফলক পাতা কাকে বলে ?

একটি বোঁটায় একটি মাত্র ফলক হলে তাকে এক ফলক পাতা বলে। যেমন—আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদ।

বহু ফলক পাতা কাকে বলে ?

একটিবোঁটায় একের বেশী ফলক হলে তাকে বহু ফলক পাতা বলে। যেমন—বেল, তেতুল, গোলাপ, নিম ইত্যাদি।

ফুলের কয়টি অংশ ও কি কি ?

ফুলের সাধারণতঃ তিনটি অংশ। যথা—বৃতি, পাপড়ি ও কেশর।

কি কি রং এর ফুল দেখা যায় ?

সাধারণতঃ সাদা, লাল, হলুদ, গোলাপী, নীল ও বেগুনী রং-এর ফুল দেখা যায়।

ফল কি থেকে হয় ?

ফুল থেকে ফল হয়।

ফলের কয়টি অংশ ও কি কি ?

ফলের তিনটি অংশ। যথা—খোসা, শাঁস, আঁটি।

ফল সাধারণতঃ কয় প্রকার ও কি কি ?

ফল সাধারণতঃ দুই প্রকার। যথা—সরস ফল ও নীরস ফল।

সরস ফল কাকে বলে ?

যে ফলে রস আছে তাকে সরস ফল বলে। যথা—আম, লেবু, কাঁঠাল ও তরমুজ।

নীরস ফল কাকে বলে ?

যে ফলে রস নাই তাকে নীরস ফল বলে। সুপারী, বাদাম নারকেল ইত্যাদি।

প্রজাপতির জন্ম কি থেকে ?

প্রজাপতির জন্ম শুঁয়ো পোকা থেকে।

প্রজাপতি দেখতে কেমন?

প্রজাপতি রঙ-বেরঙের হয়।

শামুক কয় প্রকার ও কি কি ?

শামুক দুই প্রকার। যথা—স্থলচর ও জলচর।

তুমি কত রকম মাছের নাম জান ?

রুই, কাতলা, মৃগেল, ভেটকি, ইলিশ বোয়াল, চিতল, টেংরা, পুঁটি, পাবদা, কই, মাগুর, শিঙি ইত্যাদি।

আঁশওয়ালা কয়েকটি মাছের নাম বল ?

রুই, কাতলা, মৃগেল, ভেটকি, ইলিশ, পুঁটি ইত্যাদি।

আঁশবিহীন কয়েকটি মাছের নাম বল ?

মাগুর, শিঙি, বোয়াল, টেংরা, পাবদা ইত্যাদি।

ব্যাঙ কি ভাবে জন্মায় ?

ব্যাঙের ডিম থেকে ব্যাঙ জন্মায়।

ব্যাঙের বাচ্চাকে কি বলে ?

ব্যাঙের বাচ্চাকে ব্যাঙাচি বলে।

পাখি কাকে বলে ?

যাদের ডিম থেকে জন্ম, গা পালকে ঢাকা এবং ডানা মেলে ওড়ে তাদের পাখি বলে।

আমাদের জাতীয় পাখি কি ?

আমাদের জাতীয় পাখি ময়ূর।

শিকারী পাখি কি কি ?

বাজ ও চিল শিকারী পাখি।

পশু কাকে বলে ?

যে সব প্রাণীর চারটি পা, একটি লেজ আছে এবং সারা শরীর লোমে ঢাকা তাদের পশু বলে।

পশু কয় প্রকার ও কি কি ?

পশু দুই প্রকার। যথা—গৃহপালিত ও বন্য।

গৃহ পালিত পশু কারা ?

যাদের আমরা আদর করে পুষি, তারা গৃহপালিত পশু। যেমন —গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি।

বন্য পশু কাকে বলে ?

যে পশু বনে বাস করে, তাকে বন্য পশু বলে। যেমন—বাঘ, সিংহ, শিয়াল, হাতী ইত্যাদি।

কোনটি আমাদের জাতীয় পশু ?

বাঘ আমাদের জাতীয় পশু।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ কি ? (খ) আকাশ কি ? (গ) আকাশে আমরা কি কি জিনিস দেখতে পাই ? (ঘ) সূর্যের কয়টি গ্রহ আছে ও কি কি ?

২। মাটি কয় প্রকার ও কি কি ? ____________ ____________

৩। পাতা কয়প্রকার ও কি কি ? ____________________

৪। ফুলের কয়টি অংশ ও কি কি ? ____________ ____________
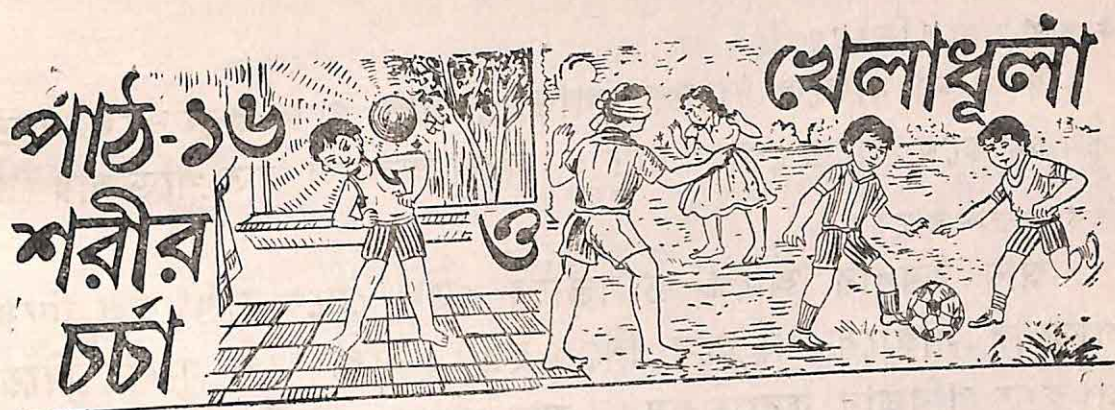
পাঠ্যাংশ ॥

রক্ত-মাংস ও হাড় দিয়ে গড়া আমাদের শরীর। এই শরীর সব সময় সুস্থ থাকে না। কেন শরীর অসুস্থ হয় আর শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে কি করতে হয় সে কথাই আমরা এখন পড়ব।

আদর্শ প্রশ্ন ও তার উত্তর

স্বাস্থ্য বলতে কি বোঝ ?

শরীর ও মনের সুস্থ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য।

শরীরের অংশ কয়টি ও কি কি ?

শরীরের অংশ তিনটি—(১) মাথা, (২) ধড় আর (৩) হাত-পা।

শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে কি কি করতে হয় ?

শরীরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে দাঁত মাজতে হয়, স্নান করতে হয়, পরিষ্কার জামা-কাপড় পরতে হয়, সাফ করা পরিষ্কার বিছানায় শুতে হয়।

দাঁত কি দিয়ে মাজা ভাল ?

দাঁত নিম বা বাবলার ডাল দিয়ে মাজা ভাল। সবচেয়ে ভাল টুথপেষ্ট ও ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা।

দাঁত না মাজলে কি হয় ?

দাঁত না মাজলে দাঁতের গোড়া ফোলে পুঁজ রক্ত জমে, দাঁত কনকন করে, দাঁতে পোকা ধরে। ফলে অকালে দাঁত পড়ে যায়।

কিভাবে স্নান করবে ?

স্নান করবার আগে ভালভাবে তেল মেখে ঠাণ্ডা জল দিয়ে গামছার সাহায্যে গা ঘসে নিতে হয়। মধ্যে মধ্যে সাবান দিয়ে গা-হাত পরিষ্কার করতে হয়। স্নান করার পর চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়াতে হয়।

স্নান না করলে কি হয় ?

স্নান না করলে মাথায় মরামাস ও খুসকি জন্মে, উকুন হয়, অকালে চুল পেকে যায় এবং শরীরে খোস-পাঁচড়া হয়।

বদ অভ্যাস কোনগুলি ?

আঙুল মুখে দেওয়া, পেনসিলের সিস্ মুখে দেওয়া, থুথু দিয়ে শ্লেট মোছা, থুথু দিয়ে বই-এর পাতা উল্টানো ইত্যাদি বদ অভ্যাস। এগুলি করা উচিত নয়। এছাড়াও আরও কতকগুলি বদ অভ্যাস আছে যেমন—পয়সা মুখে দেওয়া, সেলাই করার সময় ঠোঁট দিয়ে সূচ চেপে ধরা।

কিভাবে বসা ও হাঁটা উচিত ?

সোজা হয়ে বসা ও হাঁটা উচিত।

ছোঁয়াচে রোগ কোনগুলি ? এগুলি থেকে আমাদের কি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার ?

সর্দি, কাশি, হাম, খোস, পাঁচড়া, বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া, মামস্, হুপিংকাশি ইত্যাদি ছোঁয়াচে রোগ। এগুলি থেকে সব সময় দূরে থাকা উচিত।

আকস্মিক দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা

আকস্মিক দুর্ঘটনা কি ?

হঠাৎ পুড়ে যাওয়া, কেটে যাওয়া, আগুন লাগা বা জলে ডুবে যাওয়া ইত্যাদিকে আকস্মিক দুর্ঘটনা বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসা কাকে বলে ?

আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে বা হঠাৎ কেহ অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার আসার আগে রোগীর যে চিকিৎসা করা হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

* মনে রাখবে *

(১) কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ডেটল লাগাবে।

(২) হাত-পা মচকে গেলে মচকানো জায়গায় বরফ বা ভাল পট্টি লাগিয়ে রাখতে হয়।

(৩) জামা কাপড়ে হঠাৎ আগুন ধরলে ছোটাছুটি করতে নেই। মোটা কম্বল বা কাঁথা দিয়ে চাপা দিলেও আগুন নিভে যায়।

(৪) শরীরের কোন অংশ পুড়ে গেলে পোড়া জায়গায় স্পিরিট বা নারিকেল তেল লাগিয়ে দেবে। পরে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ লাগাবে।

সমাজ জ্ঞান

সমাজ জ্ঞান কাকে বলে ?

সমাজে বাস করতে হলে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়, এই নিয়ম-গুলি জানাই হল সমাজ জ্ঞান।

গুরুজন কারা ?

বয়সে যারা বড় তারাই গুরুজন।

গুরুজনদের প্রতি কিরূপ আচরণ করতে হয় ?

গুরুজন যা বলেন তা মেনে চলতে হয়। গুরুজনদের সঙ্গে তর্ক করতে নেই। তাদের শ্রদ্ধা করতে হয়।

স্নেহের পাত্র কারা ?

যারা বয়সে ছোট তারাই স্নেহের পাত্র।

শিক্ষক মহাশয়দের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হয় ?

শিক্ষক মহাশয়রা আমাদের কেমনভাবে পড়তে হবে, চলতে হবে এসব শিক্ষা দেন। তাই তাঁরা গুরুজন। তাঁরা যা বলেন অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলতে হয়। তাঁদের শ্রদ্ধা করতে হয়।

তোমার সহপাঠীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে ?

সহপাঠীরা নিজের খুব আপনজন। তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই। মিলেমিশে থাকতে হয়। সকলকে আপন মনে করবে।

দীন-দুঃখী বা অন্ধ অতুরদের সাথে তুমি কিরূপ ব্যবহার করবে ?

দীন দুঃখী বা অন্ধ আতুরদের কখনও ঘৃণা করবে না। এদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে। কোন খোঁড়া বা অন্ধ লোক রাস্তা পার হতে চাইলে তুমি তাকে রাস্তা পার করিয়ে দেবে।

অনুশীলনী

১। স্বাস্থ্য কাকে বলে ? ______________________

২। রোজ দাঁত না মাজলে কি হয় ? ______________________

৩। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি লিখ। ______________________

৪। সংগ্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ কাকে বলে ? ______________________

৫। গুরুজনদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় ? ______________________

৬। তোমার সহপাঠী কারা ? তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে ? — — — — — —

খেলাধূলা

শিশুরা খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে নিজেদের জীবনকে বিকশিত করে এবং এতে তারা প্রচুর আনন্দও পায়।

শিশুদের উপযোগী কয়েকটি খেলার বিষয় এখানে আলোচনা করা হল। খেলাগুলো ৬টি ভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার মতো, যেমন—হামাগুড়ি, হাঁটা, বসা, দৌড়ানো, এক পায়ে ও জোড়া পায়ে লাফান।

(২) অনুকরণ জাতীয় খেলা—হাতির মত চলা, ঘোড়ার মত, পাখির মত চলা, দৈত্য ও বানরের মত চলা।

(৩) ভারসাম্য মূলক কার্যকলাপ—যেমন, পায়ের পাতা ও আঙ্গুলের উপর ভর করে চলা, যুক্তভাবে দৌড়ান, সামনে চলা, পিছনে চলা ইত্যাদি।

(৪) ছড়ার মাধ্যমে খেলা—সুর, তাল ও ছন্দের সাহায্যে ছড়া আবৃত্তি করে সঙ্গে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করা। যেমন—ব্যাঙেদের সাত ভাই চলে ঠেলা গাড়িতে।

(৫) তাড়া করা জাতীয় খেলা—যেমন, ইঁদুর বিড়াল, চোর-পুলিশ ইত্যাদি।

(৬) গল্পচ্ছলে খেলা—গল্পের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিতে প্রকাশ করলে বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম হয়।

শিক্ষক মহাশয় বাঁশি বাজালে শিশুরা দৌড়ে মাঠে আসবে। তারপর তাঁর নির্দেশ অনুসারে ছেলেরা পরপর পিছনে কয়েকটি সোজা লাইন করে দাঁড়াবে। লাইন সোজা না হলে শিক্ষক মহাশয় লাইনটি সোজা করে দেবেন। পরে ছেলেমেয়েরা ডানদিক ও বাম-দিকের ছেলেমেয়েদের হাত ধরে দাঁড়াবে।

হামাগুড়ি দিয়ে চলা

বাঁশি বাজার সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বসবে। পরপর আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকবে। চলার সময় মুখ সামনে করে আগে আগে হাত ও সেই সঙ্গে পা

চলতে থাকবে। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর শিক্ষক মহাশয় নির্দেশ দেবেন বসে পড়ার। ছেলেমেয়েরা যে যার জায়গায় বসে পড়বে।

হাঁটা

আমরা বিভিন্নভাবে হাঁটি। যেমন—কাছেযেতে হলে আস্তে আস্তে, দূরে যেতে হলে একটু জোরে হাঁটতে হয়। আকাশে মেঘ করেছে তাহলে জোরে হাঁটতে হবে।

শিক্ষকগণ বাঁশি বাজিয়ে ছেলেমেয়েদের আগে দাঁড়াবার নির্দেশ

দিবেন। তারপর নির্দেশ দেবেন আস্তে আস্তে হাঁটতে। ছেলে-মেয়েরা আস্তে আস্তে হাঁটবে। হাঁটার সময় হাঁটু উপরে তুলে হাঁটবে। পরে আবার নির্দেশ দিলে জোরে হাঁটবে।

বসা

বসার মধ্যে থেকে অনেকগুলি খেলা দেখান যেতে পারে। ফুলের কুঁড়ি হও, ফুল হয়ে বস।
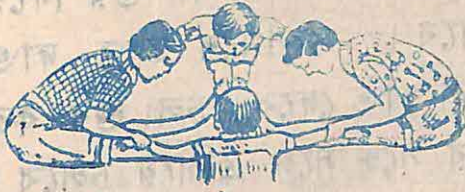
প্রথমে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসে পড়, তারপর পা দুটো সামনের দিকে রেখে ঝুঁকে গিয়ে বস। যাতে পরস্পরের পাগুলো একসঙ্গে লেগে থাকে।

ফুলের কুঁড়ি হও বললে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে সামনের
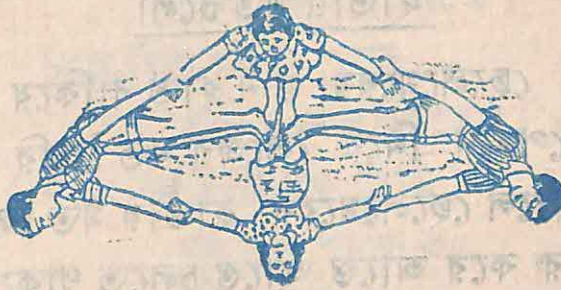
দিকে ঝুঁকে মাথা নীচু করবে। ফুল ফোটাও বললে মাথা তুলে বসে আস্তে আস্তে পিছনের দিকে সরে যাবে।

দৌড়ান

এই খেলাতে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন হয়। লাইনে সকলে দাঁড়ালে। লাইন থেকে সামান্য দূরে কতগুলো ব্যাগে কিছু জিনিস রেখে গিয়ে বলতে হবে ঐ জিনিসগুলি কুড়িয়ে আন। শিক্ষক মহাশয় বাঁশী বাজলেই সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে জিনিসগুলো কুড়িয়ে আনতে হবে।

ভারসাম্যর খেলা

পায়ের পাতা ও আঙ্গুলের ভর দিয়ে চলো। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও বললে গোড়ালি উঠিয়ে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে। কোমরে হাত দাও বললে হাত দেবে। চলা শুরু কর বলার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলবে। এই খেলাটা কিছুটা নৃত্য ভঙ্গিতে করতে হবে।

হাতীর মত চলো

এই খেলাটি ছেলেমেয়েরা ডান হাত বাঁকিয়ে শুড় তৈরি করবে এবং বাম হাত পেছনে নিয়ে লেজের মত তৈরি করবে। শিক্ষক মহাশয় বাঁশী বাজালে ছেলেমেয়েরা হাতীর মত চলার জন্য প্রস্তুতি নেবে। চলা শুরু করে আস্তে আস্তে চলতে থাকবে।

সাইকেলের মতো চলো

ছাত্র ছাত্রীরা হাত মুঠো করে সামনের দিকে এমন ভাবে বসবে দেখে মনে হবে যেন সাইকেলের হাতল ধরেছে। তারপর ডান ও বাম জানু পায়ে ওঠাবে। প্রত্যেক পায়ের পাতা বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে বাই সাইকেলের মতো আন্দোলন করবে।

দৈত্য ও বানরের মত চলো

গোড়ালি উঠিয়ে দৈত্যের মত উপরের দিকে দুটি হাত তুলে সামনের দিকে এগিয়ে চলো। বানরের মতো চলো বলার পর

হাঁটু বাঁকিয়ে যতদূর সম্ভব নীচু হয়ে গুড়ি গুড়ি হাঁটে৹ অবস্থায় দৈত্য হও বললে দৈত্যের ভঙ্গি করবে—এবং বললে বানরের মত ছোট হয়ে যাও।

ছড়ার মাধ্যমে খেলা

ছড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের খেলা আছে। এগুলি খেলার সময় ছেলেমেয়েরা আনন্দ পাবে। একটা নমুনা দেখ।

"ব্যাচেদের সাত ভাই
চলে ঠেলা গাড়িতে।
চলে ছিল বিয়ে খেতে
ফড়িং-এর বাড়ীতে।
বুড়ো ব্যাঙ ঠেলছে গাড়ি
থফ থফ পায়েতে
মোটা মোটা বুট আর
কোট তার গায়েতে।
বিয়ে বাড়ী গিয়ে দেখি
ভারি মজা ভাইরে
সবাই বসেছে খেতে
কারও পাতা নাইরে।
বর-বউএ পালিয়েছে
কাঁচকলা দেখিয়ে
এক পাল হাঁস শুধু
হাসে প্যাঁকে পেঁকিয়ে।"

ব্যাঙের মতো এগিয়ে চলবে—সুর করে ছড়াটি বলবে। ঠেলা গাড়ি দেখানোর সময় একটি ছেলে হাতের উপর ভর করে পা পুঁতে দিয়ে মাটিতে শোবার মত ভঙ্গিমা করবে।

বিয়ে বাড়ির খেতে বসার ভঙ্গিমা করবে। বর-বউ পালিয়েছে দেখাবে—সোজা দাঁড়িয়ে হাত সামনে দিয়ে বাহু দুটি দেখাবে। শেষে হাঁসের মত প্যাক প্যাক করবে।

ইঁদুর ও বিড়াল

(১) ছেলেরা হাত ধরাধরি করে এইভাবে করে একটি জাল তৈরি করবে।

(২) একজন বিড়াল সেজে জালের বাইরে বসবে।

(৩) একজন ইঁদুর সেজে জালের ভিতর থাকবে।

যে ছেলেরা জাল তৈরি করেছে তারা মাথা নীচু করে ইঁদুরকে

বাইরে যেতে দেবে না—এবং বিড়ালও হাতের বেড়ার ফাঁক দিয়ে নীচু হয়ে ঘরে ঢুকবে। দৌড়ে ইঁদুরকে ধরে ফেলবে। এরপর যারা জাল তৈরী করবে তাদের ভিতর থেকে অন্য একটি ছেলে ইঁদুর হবে। এই ভাবে খেলাটি অনেকক্ষণ চলবে।

—০—

প্রকাশক :
শিবু সরকার
১৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

পরিবেশক :
সরস্বতী বুক এজেন্সী
১৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
ওয়াণ্ডার ওয়ার্ল্ড
১৫ বি, অক্রূর দত্ত লেন
কজিকাতা-১২